ইত্তেফাক

তারিখ ... 1 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৯ ...

বিজ্ঞাপনের বাহার

রাজধানীর ফার্মগেটের এই বহুতল ভবনের পুরো অবয়ব ঢাকা পড়েছে কোচিং সেন্টারের চটকদার বিজ্ঞাপনে –জীবন আমীর

কোচিং সেন্টারের রমরমা 'ভর্তি বাণিজ্য'

প্রতিবছর প্রতারিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

॥ মাহবুবুর রহমান জুয়েল ॥

প্রতি বছরের মত এবারও রাজধানীতে শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির কোচিং নিয়ে জমজমাট ব্যবসা। বর্তমানে শিক্ষা অনেকটাই কোচিং নির্ভর। ফলে শহর এলাকার অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। প্রতিবছর এইচএসসি পরীক্ষার পর উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রস্তুতি গ্রহণের এই সময়ে কোচিংওয়ালাদের দৌরাত্ম্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এসব কোচিং সেন্টারে প্রতিবছর ভর্তি হয় হাজার হাজার শিক্ষার্থী। তারপরও এসব কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে। সফল কোন শিক্ষার্থীর ছবি একাধিক কোচিংয়ের প্রসপেক্টাসে ছাপানো, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা ক্লাস করানোর কথা থাকলেও তা না করা ইত্যাদি অভিযোগ হর হামেশাই করা হয়। প্রসপেক্টাসে যে পরিমাণ ক্লাশ নেয়ার কথা তা না নেয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ প্রতিবারই এসব ভর্তি কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে করা হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া না বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

দাবির সত্যতা কতটুকু

গত বছরের (২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে) ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে (গ ইউনিট) মেধা তালিকায় ২য় হয়েছেন লীনা বিনতে আতাউর রহমান। ভর্তি কোচিং সেন্টার ফোকাস ও ইউনিএইড তাদের প্রসপেক্টাসের ছবি ছেপে দাবি করেছে, লীনা তাদের শিক্ষার্থী ছিলেন। এমনকি নিজেদের শিক্ষার্থী প্রমাণে দুটি কোচিং সেন্টারই প্রসপেক্টাসে লীনার ভর্তি ফরমও ছেপেছে। এর মধ্যে ফোকাসের প্রসপেক্টাসে লীনার একটি বিবৃতিও ছাপানো (১৯শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কোচিং সেন্টারের

(২০শ পৃঃ পর)

হয়েছে যাতে তিনি লিখেছেন, তিনি শুধু ফোকাসেই কোচিং করেছেন। অপরদিকে ইউনিএইড প্রসপেক্টাসে লীনার ভর্তি ফরম ছেপে দাবি করছে লীনা তাদের মৌচাক শাখায় ভর্তি হয়ে নিয়মিত ক্লাস করে ও মডেল টেস্টে অংশ নিয়েছেন। প্রসপেক্টাসে ইউনিএইড কর্তৃপক্ষ ফোকাস কোচিংকে ইঙ্গিত করে লিখেছে, 'ভর্তি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার পর একটি কোচিংয় সেন্টারের প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ে অস্বীকার করছে যে ঐ কোচিং ছাড়া সে অন্য কোথাও কোচিং করেনি'। ফোকাস কোচিং সেন্টারের মহাপরিচালক যোবায়ের আহমেদ ভুঁইয়া বলেন, লীনা একমাত্র ফোকাসের নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিলেন। অন্যকোন কোচিংয়ের সাথে তার কোন ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল না। তবে এই বক্তব্যের সাথে একমত নন যাকে নিয়ে এত তর্কবিতর্ক সেই লীনা বিনতে আতাউর রহমান। তিনি ইত্তেফাককে বলেন, দুটি কোচিংয়ের সাথেই আমার সম্পৃক্ততা ছিল। তবে আমি নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিলাম ফোকাসের। ভর্তি পরীক্ষার মাত্র ২ সপ্তাহ আগে আমি মডেল টেস্ট দিয়ে ছিলাম ইউনিএইডে। তবে এর জন্য কোনভাবেই ইউনিএইড কর্তৃপক্ষ আমাকে তাদের শিক্ষার্থী দাবি করতে পারে না।

একই রকম ভাবে মেডিকেল কলেজে ভর্তির গতবারের জাতীয় মেধাতালিকায় ৫ম এবিএম তানজিরুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম, ২০ তম মোঃ বনি আমিন, ৬৫তম সাঈদা শারমীন, ৭১তম সুলতানা পারভীন তৃপ্তির ছবি মেডিকেল ভর্তি কোচিং রেটিনা ও গুডেচ্ছা তাদের প্রসপেক্টাসে ছাপিয়ে উভয়েই দাবি করছে এরা তাদের শিক্ষার্থী ছিল। বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাস বিশ্লেষণ করলে এরকম অসংখ্য ছবি পাওয়া যাবে যা চার পাঁচটি কোচিংয়ের প্রসপেক্টাসে ছাপানো হয়েছে।

কেউ কথা রাখে না

এসব কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাসে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার কথা লেখা থাকে। যদিও এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণই বাস্তবায়ন করা হয়। অনেক কোচিং সেন্টারের দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির শতভাগ নিশ্চয়তা। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের দ্বারা ক্লাস পরিচালনার কথা থাকলেও তা করা হয় না। প্রতারণা করা হয় ক্লাসের সংখ্যা নিয়েও।

গতবার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং করা শিক্ষার্থী হাবিবা নাসরিন কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বলেন, কোচিংয়ে ভর্তির পর দেখা যায় তারা কয়েকটি মডেল টেস্ট নিয়ে মেধাবীদের আলাদা করে ফেলে। এরপর শুধু ঐসব মেধাবীদের ঘিরেই কোচিংগুলোর তৎপরতা থাকে। বাকিদের ক্লাসও ঠিকমত নেয়া হয় না। অথচ সকল শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিন্তু ভর্তির সময় একই পরিমাণ অর্থ নেয়া হয়।

এসব অভিযোগ মানতে একেবারেই নারাজ কোচিং সেন্টারের মালিকরা। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ইউনিএইডের পরিচালক আবদুস সালাম সুমন বলেন, একই শিক্ষার্থীদের ছবি একাধিক জায়গায় ছাপানোর জন্য শিক্ষার্থীরা দায়ী। কারণ দেখা যায় কৃতী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দামি উপহার সামগ্রী দিয়ে অনেক কোচিং সেন্টার আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে। লোভ সংবরণ না করতে পেরে অনেক কৃতী শিক্ষার্থী তাদের এসব প্রস্তাবে রাজি হওয়ার কারণেই এই ঘটনাগুলো ঘটে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্লাস না করানোর বিষয়ে ফোকাস কোচিংয়ের মহাপরিচালক যোবায়ের আহমেদ ভুঁইয়া বলেন, এটা হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ভর্তি পরীক্ষা এগিয়ে নিয়ে আসার কারণে।

কোচিং সেন্টারগুলোর এসব কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেন, কোচিং সেন্টারগুলোর এসব কার্যক্রম অবশ্যই প্রতারণার মধ্যে পড়ে। আমি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলব এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য।